শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১৩)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেনারস

২৩-৬-৪৫

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২১শে তারিখের পত্রখানা এইমাত্র পাইলাম।

কৃপাশূন্য কর্মতত্ত্ব বুঝা যে অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। এ পর্য্যন্ত এই কর্মপথে সিদ্ধিলাভ কেহই করে নাই। একজনও যদি সিদ্ধিলাভ করিত তাহা হইলে জগতের এ অবস্থা আজ থাকিত না। কারণ এই পথে একের সিদ্ধিতে সমগ্র জগৎ ঐ ফলের ভাগী হইতে পারে। Descent of the Supermind হইলে তাহা যেমন গুপ্ত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কৃপাহীন পথে একজনের সিদ্ধিলাভ হইলে তাহার প্রভাব সমগ্র জগতে প্রতি জীবের উপর পড়িবেই। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে খুলিয়া লিখিতে চেষ্টা করিব (অবশ্য আমি যতটুকু বুঝিয়াছি)।

আপাততঃ কর্মতত্ত্বটা ধরুন। সাধক ও যোগী উভয়েরই স্বকর্মে অধিকার আছে — সাধারণ লোকের স্বকর্মে অধিকার নাই। জাগতিক ব্যবহারে যাহাকে আমরা কর্ম বলি তাহা অণুর খেলা, তাহা অণুর সাথেই কালরাত্রির রাজ্যে থাকিয়া যায়। তাহা স্বকর্ম নহে, তাই তাহা মরণোত্তর পরমাণুর সঙ্গে যায় না। অণু অনিত্য, পরমাণু নিত্য। সাধারণ মনুষ্যেরও পরমাণু নিত্য, শুদ্ধ চিদাত্মক, তাহা অবিনাশী। দেহত্যাগের পর তাহা আর ঐ অণুর খেলার অধীন থাকে না, তাই যেখান থেকে আসিয়াছিল সেখানেই চলিয়া যায়। অর্থাৎ, যোগনিদ্রা বা বিশ্বমাতৃকাতে অবস্থান করে। ঐখান হতে খণ্ড মাতৃকাতে আর উহা অবতীর্ণ হয় না। কিন্তু সাধক ও যোগী স্বকর্মে অধিকারী বলিয়া স্বকর্ম দ্বারা যোগনিদ্রার গণ্ডী (১০০) ভেদ করিয়া যায়। ইহার নাম 'শতভেদ'। নামান্তর = বোধের উদয়। সাধারণ লোক স্বকর্মের অধিকারী না হওয়ার কারণ এই যে তাহারা চৈতন্যহীন। সদ্‌গুরু, শিক্ষা, দীক্ষা — তাহাদের কিছুই নাই। কর্ম ব্যতিরেকে রূপান্তর হয় না। কর্ম চাই-ই চাই। যোগী কর্মের বলে অনন্তকে পায়, অনন্ত হইয়া যায়। সাধক কর্মের বলে চিদাকাশকে প্রাপ্ত হয়। সাধকের কর্মবল কম - যোগীর কর্মবল অনেক অধিক। বস্তুতঃ সাধকের যেখানে অবসান, যোগীর সেখানে আরম্ভ। সাধক 'জড়' হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করে। যোগী প্রথমেই চৈতন্যকে বিশুদ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়া উহা দ্বারা জড়কে চৈতন্যে পরিণত করে। জড়ের রূপান্তর সাধন করে। সাধকের কর্ম জীবকর্ম, যোগীর কর্ম ঐশ্বরিক কর্ম — একস্থলে চৈতন্যের আভাস, অন্যত্র চৈতন্য স্বয়ং, কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে চৈতন্য কার্য্য করে না। তাহার আভাসও নহে। সেইজন্য সাধারণ লোকের কর্ম প্রকৃত কর্ম নহে। জড় হইতে

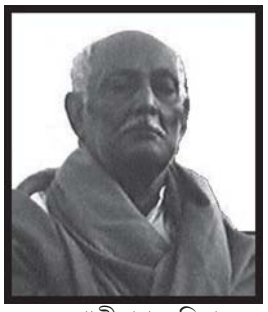

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

মুক্ত করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। দীক্ষাকালে গুরুদত্ত শক্তির প্রভাবেই কর্মাধিকার উৎপন্ন হয়। সাধারণ লোকের দীক্ষা নাই বলিয়া মোহ মায়ার গণ্ডীই অতিক্রম হয় না — যোগনিদ্রার গণ্ডীতো দূরের কথা। মৃত্যুর পর সাধারণের পরমাণু যে যোগনিদ্রাতে যাইয়া স্থিতি নেয় তাহা অসাড়ে; কারণ স্বকর্ম নাই বলিয়া ৫১ হইতে ৯৯ পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অসৎকল্প। কিন্তু ১০০ বা যোগনিদ্রাতে তাহাকেও যাইতেই হয় কিন্তু ইহার পরেই যোগী এবং সাধক যোগনিদ্রা অতিক্রম করে। সাধক জীব বা পশু জীব তাহা পারে না। এই সাধারণ জীবই পশু — অণুবর্ণই পাশরূপী জাল। গুরুদত্ত চৈতন্যের বল না পাইলে পাশক্ষয় অসম্ভব, পশুত্ব নিবৃত্তিও অসম্ভব — শিবত্বপ্রাপ্তি তো দূরের কথা।

জীবের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিবার পর সম্ভবতঃ আপনি এই বিষয় আরও স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

কৃপাহীন কর্মের ন্যায় কর্মহীন কৃপাও যে না আছে তাহা নহে। কিন্তু এই কৃপা প্রকৃত কৃপা নহে। কৃপার আভাস মাত্র। সাধারণ লোকের মধ্যে ইহারই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। সাধারণ লোক কর্মে অধিকারী নয়। কিন্তু কর্মহীন কৃপা পাইতে পারে, পাইয়াও থাকে। এই কৃপার প্রভাবে মুহূর্ত মধ্যে একজনকে উর্দ্ধলোকে নিয়া যাওয়া যায়, সমুচিত সিদ্ধি দান করা যায়, নানা প্রকার যোগৈশ্বর্য্যের আস্বাদন দেওয়া যায় — কিন্তু ইহার মূল্য নাই। কারণ ইহা অস্থায়ী এবং ইহা দ্বারা জীবের Spiritual benefit কিছু হয় না। রূপান্তর হয় না। বাস্তবিক অবস্থান্তর হয় না। মোট কথা, স্থিতির পরিবর্তন হয় না অথবা সত্য সত্য স্থিতিলাভই হয় না।

সাধারণ জীবের মধ্যে কর্ম ও কৃপা শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, জগতে সকলে কর্ম ও কৃপা বলিতে তাহাই বুঝিয়া থাকে। এ কর্মের প্রভাবে সংসার মুক্তিই হয় না। শুদ্ধাবস্থা পূর্ণত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি তো আলোচ্যই নহে। তদ্রূপ তথা কথিত কৃপার প্রভাবেও স্থায়ী অবস্থায় অবস্থান সম্ভবপর হয় না। প্রকৃত অবস্থালাভ অত্যন্ত দুর্লভ। অনিত্য জগতেও অনেক স্তর আছে — তন্মধ্যে উপরিতম স্তরগুলি জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতিতে সমুজ্জ্বল। তবু ঐ সকল স্থান অনিত্য ব্যতীত অপর কিছু নহে। অনিত্যের অতীত = নিত্যের আভাস। এই সকল ভূমি অনিত্য নহে, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যও নহে। নিত্যের আভাসময়। ইহারও উর্দ্ধে নিত্য জগৎ। এখানে জরা, মরণ, শোক তাপ কিছুই নাই। ইহারও উর্দ্ধে নিত্যাতীত। মহাকালের প্রভাবে নিত্য হইতে নিত্যাতীতে যাওয়া যায়। নিত্যাতীতে পরমা চিন্ময়ী মহাপ্রকৃতি এবং অখণ্ড গুরুর স্থিতি — অর্থাৎ ১০৭ ও ১০৮। অখণ্ড গুরুই পূর্ণ ব্রহ্ম, অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য। ১০৯-এর কথা ছাড়িয়া দিন। নিত্যাতীতটি অতি উচ্চ অবস্থা। ইহার মধ্যেও ৭ পর্য্যন্ত পরাধীনতা আছে — কারণ ভগবানের অধীনতা, গুরুর অধীনতা রহিয়াছে। ৭ পর্য্যন্তই লীলা খেলা। মহামায়ার কোল, নিকুঞ্জে বিশ্রাম, নিত্যলীলা — সবই মহাপ্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু ইহারও অতিক্রান্তি হয়। তখন পূর্ণব্রহ্ম বা ৮। এইটি মহাসত্য — ইহাই স্থায়ী অবস্থা। যোগী ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই চলেন। দেহে থাকিয়া ৮ হওয়া সাধারণ কথা নহে। দেহত্যাগের পর ৮ হওয়াতে কোন মাধুর্য্য নাই। কারণ তাহার প্রভাব সামূহিক ভাবে সৃষ্টির উপর পড়ে না। যে ৮ হয়, সেই মাত্র ৮ হয়। কিন্তু সে নিজেও স্মৃতি রাখিতে পারে না। মহানির্ব্বাণের মতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। এই অবস্থালাভ করিলে জগতের কোন কল্যাণ হয় না, করাও যায় না। তবে এই মহতী নিরুত্থান দশায় প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে ৭-এ থাকিয়া যোগী খণ্ড ভাবে জীবোদ্ধারের কার্য্য করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। কিন্তু নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইলে আর সে সম্ভাবনা থাকে না। মহাপ্রকৃতিতে থাকিয়া বিশ্ব কার্য্য সাধন করিতে করিতে যখন পরবৈরাগ্যের উদয় হয় — তখন এই সকল কার্য্য হইতে উপরতি হইয়া মহাশান্তিতে স্থিতি হয়। ইহার পর আর সেই যোগীর পক্ষে জগতের কোন কার্য্য সম্পাদন চলে না। পূর্ণত্ব লাভ হইলে আর বুত্থান হয় না, ইহা সর্ব্ববাদে সম্মত।

কিন্তু ১০৯-এর মধ্যে বুত্থান ও নিরোধের অর্থাৎ চিরবুত্থান ও চিরনিরোধের অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে। ইহা বারান্তরে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

স্থূলদেহে অবস্থানকালে ৭ ভেদ করিয়া ৮ প্রাপ্ত হইলে ৯ এর আশা থাকে। কিন্তু স্থূলে অবস্থান কালে পূর্ণত্বলাভ করা অতিকঠিন। যে সকল মহাপুরুষ জীবদেহে কর্ম করিয়া জীবত্বমুক্ত হইয়া ১০৭-এ উপনীত হন তাঁহাদের পক্ষে ৮ পর্য্যন্ত উত্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ তাঁহারা কৃপাশূন্য হইতে পারেন না বলিয়া নিরন্তর গুরুশক্তির খেলাই

খেলিয়া যান। খণ্ড কৃপা রূপ গুরুশক্তির খেলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কিন্তু ইহার প্রভাবে কালের সঙ্কোচ না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া যায়। কালের পূর্ণ সঙ্কোচ না হওয়া পর্য্যন্ত অখণ্ড পূর্ণত্ব ধরাতলে প্রকট হইতে পারে না।

যদি এই সকল মহাপুরুষ খণ্ড কৃপা হইতে নিজেকে সংযত রাখিয়া ৮ পর্য্যন্ত উঠিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে তাহাদিগকে নিয়তির অধীন থাকিতে হইত না। তাঁহারা নরদেহে থাকিয়াও নিয়তি লঙ্ঘন পূর্ব্বক পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতেন। দেহে থাকিয়া ৮ হওয়ার ইহাই তাৎপর্য্য। এই অবস্থা লাভ করিয়া ৮ এ প্রতিষ্ঠিত হইলে ৯ হইতে বিলম্ব হয় না। কারণ পাত্রটি পূর্ণ হইয়া উপচাইয়া পড়া — ইহাই ৯ হওয়ার নিদর্শন। পাত্রটি পূর্ণ হওয়াই ১০৮ অর্থাৎ পূর্ণতা। পূর্ণ হইলেই তদতীত যে সাক্ষী সেই হয় ৯। দেহাবস্থিত গুরু অর্থাৎ ৮ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিজে transend হয়েন অর্থাৎ নিজেই নিজের দ্রষ্টা হন। এই যে দ্রষ্টারূপী নিজ, ইহাই ৯ - ইহাকেই শিষ্য বলে। গুরু পূর্ণ হইলে অর্থাৎ অনন্ততা লাভ করিলে অনন্তের অন্তাবস্থায়, যেখানে লক্ষ্যটি পতিত হয় সেই হয় শিষ্য অর্থাৎ 'chosen' বা 'elect' অর্থাৎ যে সকল আধারে গুরুদত্ত বীজ পতিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যোগ্যতম আধারেই ঐ লক্ষ্যটি পতিত হয়। সেই আধারটি তখন হয় গুরুর দ্বিতীয় স্বরূপ কারণ ৮ or পূর্ণপ্রজ্ঞাবস্থা অদ্বৈত। তাহার স্বরূপ যাহা, তাহার লক্ষ্যও ঠিক তাহাই হয়। কারণ ইহা আত্মদর্শনের অবস্থা বলিয়া গুরু নিজেকেই নিজে দেখেন। এই যে নিজেকেই নিজে দেখা, ইহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে ইহা একদিকে = ৮ দ্রষ্টা ৯ দৃশ্য, অপর দিকে = ৯ দ্রষ্টা ৮ দৃশ্য। বস্তুতঃ উভয়ই একই কথা। কারণ উহা অদ্বৈত। এই যে দ্রষ্টা, ইহাই পাত্র, শিষ্যই পাত্র — অজ্ঞানরূপী পাত্র। অমৃতরূপী গুরু পূর্ণ, পাত্ররূপী শিষ্য রিক্ত। অর্থাৎ শিষ্য খালি, অজ্ঞান, শূন্য — গুরুপূর্ণ। এই অবস্থায় গুরু শিষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের দেহ গুরুর স্বকায়াতে পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ শিষ্যের দেহটি চিত্ত দেহ হয়। ধরাতেই ইহা জরা মরণ বর্জ্জিত হইয়া যায়। গুরু উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তহীন হইয়া পড়েন অর্থাৎ নিরাকার হন। তখন থাকে একটিই বস্তু - পূর্বোক্ত শিষ্য দেহরূপী চিন্ময় আকারে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ গুরু। ইহাই গুরুশিষ্যের নিত্যাযুক্তাবস্থা। প্রকারান্তরে ইহাই চৈতন্যের সাকারতঃ অথবা নিরাকার গুরুর চিন্ময় আকারে ধরাতলে আত্মপ্রকাশ। বস্তুতঃ এখানে গুরুশিষ্যর কোন কিছুই নাই। যে বস্তুটি থাকে তাহা গুরুশিষ্যেরও অতীত তাহা ৯। বাবা তাহাকে শিষ্য বলেন। ইচ্ছা করিলে তাহাকে আপনি নিত্য গুরুর নিত্য দেহে নিত্য প্রতিষ্ঠাও বলিতে পারেন। বস্তুতঃ ঐ অবস্থায় নিত্য অনিত্য বলিয়া কিছুই থাকে না, কারণ, ঐ অবস্থা কালের অতীত। অনাদিকাল হইতে গুরু ও কাল উভয়ের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ চলিয়াছে। ৯ হইয়া গেলে এই সংঘর্ষের চির অবসান হইয়া যায়। তখন কাল থাকেন না, তাই গুরুও আর থাকে না। জীব ও জগৎকে ৮ এ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপে নিয়ে যাওয়ার জন্যই গুরুর আবশ্যকতা। ঐ কার্য্য তখন সম্যক্ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গুরুর প্রয়োজন থাকে না। অন্ধকার যতক্ষণ ততক্ষণই আলোকের প্রয়োজন। যেখানে অন্ধকার নাই সেখানে আলোকই বা কোথায়? এই অবস্থায় থাকে মাত্র ৯। সমগ্র জগৎ অর্থাৎ অনন্ত তখন ৮। পূর্ণব্রহ্মরূপী মহাকমলটি। — তাহার অনন্তদলের প্রত্যেকটি দলও ৮। কারণ পূর্ণের অংশও পূর্ণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই অনন্তদল মহাকমলের যেটি বিন্দু বা কর্ণিকা তাহাই ১০৯।

আজ এইখানেই থাক। সময়াভাব বশতঃ আজ আর লিখিতে পারিলাম না। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে লিখিলাম ডাক চলিয়া যাইবে। পানুর কথা যাজ্ঞিকদার মনে আছে। যথা সময়ে জানাইবেন বলিয়াছেন। এখানে সকলে কুশল। আপনাদের কুশল চিঠি দিবেন।

ইতি—

স্নেহার্থী

গোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের

সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

ঔষধ সেবন ব্যতীত কেবলমাত্র ঔষধের নামোচ্চারণ মাত্র যেমন ব্যাধির নিরাময় হয় না, তেমনি অপরোক্ষ জ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল ব্রহ্ম বা আত্মা শব্দের উচ্চারণ দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। **—বিবেক চূড়ামণি**